যায়যায়দিন

তারিখ ... 14 JUL 2013
পৃষ্ঠা ...

রাবি ছাত্রলীগে বহিষ্কার নাটক!

রাবি প্রতিনিধি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের বহিষ্কার নিয়ে নাটকীয়তা দেখা দিয়েছে। কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের অনুমতি ছাড়াই শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে ছাত্রলীগের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে পাঁচ নেতার বহিষ্কার আদেশ জারি করায় এই বিতর্ক দেখা দেয়।

অপরদিকে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আবু হোসাইন বিপুর পদত্যাগ নিয়ে ক্যাম্পাসে বেশ ঝড় উঠেছে।

শনিবার বিপু রাবি প্রতিবেদককে ফোন দিয়ে নেতাকর্মীরা দলীয় কর্মসূচি মানছে না এমন অজুহাতে ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন বলে জানান। তবে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি কোনো পদত্যাগপত্র জমা দেননি বলে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের দপ্তর সম্পাদক শেখ রাসেল জানিয়েছেন।

শুক্রবার গভীর রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে অভ্যন্তরীণ কোন্দলে, মারমারিতে আহত ফুল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের কর্মসূচি ও পরিকল্পনা সম্পাদক মামুন হোসেন। তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হাতে-বুকে কুপিয়ে জখম করে প্রতিপক্ষের নেতাকর্মীরা। আর এরই প্রেক্ষিতে এ পদত্যাগ।

ছাত্রলীগের উপ-দপ্তর বিষয়ক সম্পাদক আতিকুর রহমান সুমন স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও অসাংগঠনিক কার্যকলাপের দায়ে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সভাপতি আহমেদ আলী ও সাধারণ সম্পাদক আবু হোসাইন বিপু স্বাক্ষরিত এক আদেশের মাধ্যমে যুগ্ম সম্পাদক সুদীপ্ত সালাম, কর্মসূচি ও পরিকল্পনা বিষয়ক সম্পাদক শেখ মামুন হোসেন, হবিবুর রহমান হল শাখার সাধারণ সম্পাদক ফারুক হোসেন, সদস্য আকতারুল ইসলাম আসিফ ও কর্মী হেলাল হোসেন বিপ্লবকে সংগঠন থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হলো।

একই সূত্রে কৃষি বিষয়ক সম্পাদক তন্ময় আনন্দ অভি, গ্রাম ও দুর্যোগ বিষয়ক সম্পাদক সুরঞ্জিত বৃত্ত ও সহ-সম্পাদক পার্থ প্রতীম বিশ্বাসকে সতর্ক করা হলো।

তবে ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নেতাকর্মীদের বহিষ্কারের জন্য কেন্দ্রীয় সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক ক্ষমতা রাখেন এমন প্রশ্নে আতিকুর রহমান বলেন, আমাকে যা লিখতে বলা হয়েছে আমি তাই লিখেছি। তবে সেটা বহিষ্কার হবে কি না সুপারিশ হবে সেটা সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক বলতে পারে।

ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক সুদীপ্ত সালাম বলেন, আমাকে বহিষ্কারের এখতিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের কারো নেই। এটা করলে একমাত্র কেন্দ্রীয়ভাবে করতে পারে। ছাত্রলীগের এই পদত্যাগ নিয়ে সাংবাদিকদের কেন বিভ্রান্তিতে ফেলছে এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, আসলে ওরা চায় যে আমাদের বহিষ্কারের খবর মিডিয়ায় আসুক এবার থেকে তারা ফায়দা লুটতে চায়। তবে কি ধরনের ফায়দা নিতে চায় সেই প্রসঙ্গে এড়িয়ে যান তিনি।

বহিষ্কারের কথা স্বীকার ছাত্রলীগ সভাপতি আহমেদ আলী বলেন, আমরা তাদেরকে বহিষ্কার করেছি।

আপনাদের বহিষ্কারের কোনো ক্ষমতা আছে কি না এমন প্রশ্নে তিনি একটু সময় নিয়ে ভেবে বলেন, আসলে আমরা ওই পাঁচজনকে বহিষ্কারের জন্য কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে সুপারিশ করেছি।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আপনি স্থায়ীভাবে বহিষ্কারের আদেশ দিয়েছেন কেন? এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, আমরা কেবল কর্মীদের বহিষ্কার করতে পারি কোনো নেতাদের নয়।

ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক আবু হোসাইন বিপু তার বহিষ্কারের আদেশ প্রসঙ্গে সন্ধ্যায় বলেন, সাবেক মেয়র এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটনের অনুরোধে এখনো পদত্যাগ করেনি। রাতে বৈঠক আছে এরপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো।

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক শেখ রাসেল বলেন, আমাদের হাতে কারো বহিষ্কার আদেশ আসেনি। বহিষ্কার আদেশ দেয়ার এখতিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় নেতাদের নেই। তারা সর্বোচ্চ সুপারিশ করতে পারে তার ভিত্তিতে আমরা বহিষ্কার করতে পারি। তাহলে বহিষ্কার নিয়ে কেন নাটকীয়তা হচ্ছে এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, তা আমরা বলতে পারছি না। বিষয়টি অনেক স্পর্শকাতর হওয়ায় এই মুহূর্তে কোনো মন্তব্য করতে পারছি না।